✪ প্রশ্ন 10. একচেটিয়া কারবার বলতে কী বোঝ? একচেটিয়া কারবারী কীভাবে ভারসাম্য উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ করে? [C.U. B.Com. 1997]

অথবা,

একচেটিয়া কারবার বলতে কী বোঝ? একচেটিয়া কারবারী কীভাবে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করে? [C.U. B.Com. 2001]

➲ উত্তর ঃ যে বাজারে একজন বিক্রেতা এবং অসংখ্য ক্রেতা থাকে, যে বাজারে দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প নেই এবং যে বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের বাধা আছে, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। এই সংজ্ঞা থেকেই একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায়। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল ঃ (i) একজন বিক্রেতা, (ii) অসংখ্য ক্রেতা, (iii) বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের বাধা, (iv) দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্যের অনুপস্থিতি,

(v) ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একচেটিয়া ফার্মই শিল্প, (vi) বিকল্প দ্রব্য ও প্রতিযোগী ফার্ম নেই বলে বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই।

❖ **ভারসাম্য ঃ** একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং, একচেটিয়া কারবারী সেই পরিমাণ দ্রব্য ও দাম নির্ধারণ করবে যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। সেই বিন্দুতেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্যে থাকবে। এখন, মুনাফা = মোট আয় – মোট ব্যয়। সুতরাং, মোট আয় ও মোট ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান যেখানে সর্বাধিক হবে, সেখানেই একচেটিয়া ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে। এটি হতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। (i) একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের বিন্দুতে TR রেখার ঢাল = TC রেখার ঢাল অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) হতে হবে। ইহা ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত। (ii) পর্যাপ্ত শর্তটি হল, TR রেখাকে অবতল এবং TC রেখাকে উত্তল হতে হবে। এর অর্থ হল, MC রেখার ঢালকে MR রেখার ঢাল অপেক্ষা বেশি হতে হবে অর্থাৎ MC রেখা যেন MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে। সুতরাং, আমরা MR ও MC রেখার সাহায্যে এই ভারসাম্য দেখাতে পারি। 4.11 নং চিত্রে আমরা এই ভারসাম্য দেখিয়েছি। একচেটিয়া বাজারে AR রেখা নিম্নমুখী। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, AR রেখাটি একটি সরলরেখা। তখন MR রেখাও সরলরৈখিক হবে এবং AR রেখার অনুভূমিক ছেদাংশের মধ্যবিন্দু দিয়ে MR রেখা যাবে। একই চিত্রে আমরা AC ও MC রেখাও এঁকেছি। চিত্রে E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। সুতরাং, E বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্তই পূরণ হচ্ছে। এই E বিন্দু হল ভারসাম্যের বিন্দু। একচেটিয়া কারবারী Oq_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং দাম নেবে OA। তখন মোট আয় = OA × Oq_0 = □$OABq_0$ এবং মোট ব্যয় = OD × Oq_0 = □$ODCq_0$। অতএব, □ABCD হল একচেটিয়া ফার্মের মুনাফা। একে বলা হয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা (supernormal profit) কেননা ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরা আছে।

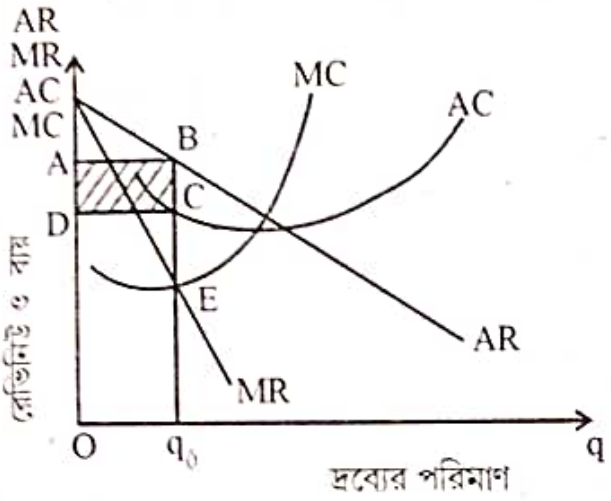

চিত্র 4.11

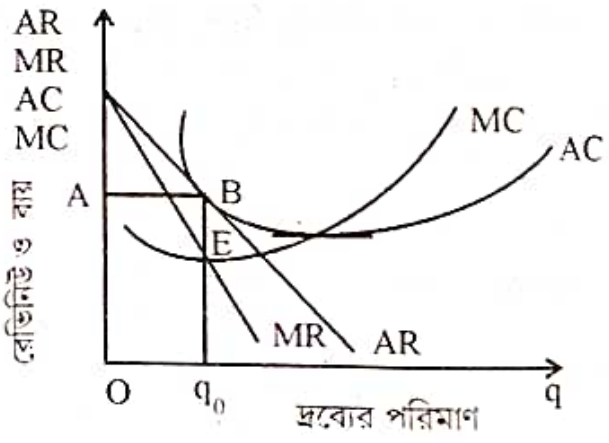

চিত্র 4.12

অবশ্য স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারী যে সর্বদাই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন, 4.12 নং চিত্রে আমাদের আগের মতোই E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু। ভারসাম্য উৎপাদন = Oq_0 এবং ভারসাম্য দাম OA। সুতরাং, মোট আয় = OA × Oq_0 = □$OABq_0$। এখন, ভারসাম্য বিন্দুতে P = AC। সুতরাং, মোট ব্যয় = Bq_0 × Oq_0 = OA × Oq_0 = □$OABq_0$। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাচ্ছে।

আবার, 4.13 নং চিত্রে ভারসাম্যের বিন্দু আগের মতোই E, যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় = $\square OABq_0$, কিন্তু তখন $AC = Cq_0 = OD$। ফলে মোট ব্যয় = $OD \times Oq_0 = \square ODCq_0$। সুতরাং, $\square ABCD$ হল ফার্মের ক্ষতি। সুতরাং, স্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্ম স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা পেতে পারে অথবা কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে অথবা তার লোকসানও হতে পারে। অবশ্য স্বল্পকালে এই লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হওয়া চলবে না। লোকসান TFC অপেক্ষা বেশি হলে সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। দীর্ঘকালে অবশ্য লোকসান হলে একচেটিয়া ফার্ম উৎপাদন চালাবে না। সুতরাং, দীর্ঘকালে সে স্বাভাবিক মুনাফা (চিত্র 4.12) বা উদ্বৃত্ত মুনাফা (চিত্র 4.11) ভোগ করবে। একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালে উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকতে পারে কারণ এই বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ অবাধ হওয়ায় উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকে না।

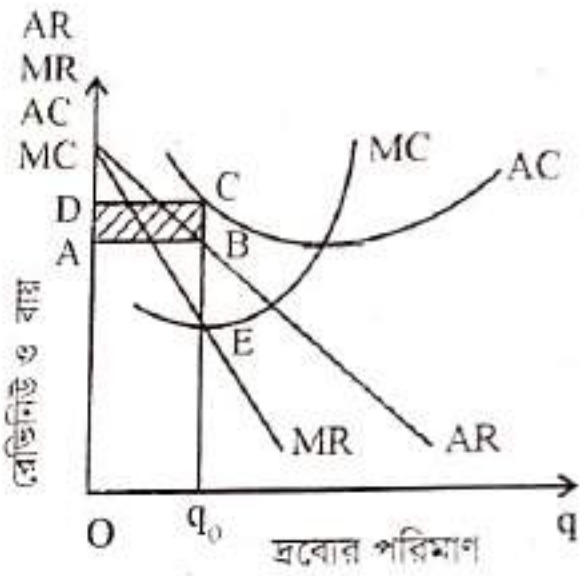

চিত্র 4.13